২৯/৫/২০০১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৫ ... কলাম ... ৬ ...

প্রোফাইল

কুমুদিনী মহিলা মেডিক্যাল কলেজের কথা

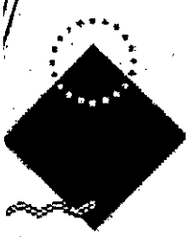

মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল

স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। অবশেষে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় কুমুদিনী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে বেসরকারিভাবে কুমুদিনী মহিলা মেডিক্যাল কলেজ চালু হচ্ছে। আগামী ৭ই মে থেকে ১ম বর্ষের ক্লাস শুরু হচ্ছে। ইতোমধ্যে মেডিক্যাল কলেজের সব ধরনের আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গোটা মির্জাপুরে সাজ-সাজ রব। দেশের ৫শ ৮০টি উপজেলার মধ্যে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলা এক নামে সবাই চেনে। কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস এবং মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ—এ তিনটি প্রতিষ্ঠানই যেন মির্জাপুরবাসীর যথেষ্ট গর্বের কারণ। মির্জাপুরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা ওরফে আরপি সাহা। বিধাতা যেন মানব কল্যাণের জন্যই প্রদীপ হিসেবে তাকে প্রেরণ করেছিলেন।

মির্জাপুর সাহাপাড়া দেবেন্দ্র নাথের ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে আলোর বর্তিকা নিয়ে আরপি সাহা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনেক কষ্টে অর্থ উপার্জন করে দেশের আর্ত মানবতার সেবায় ১৯৩৮ সালে মির্জাপুর—লৌহজং নদীর কুল ঘেঁসে বিনামূল্যে দাতব্য ১২শ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুমুদিনী হাসপাতাল স্থাপন করলেন। নারী জাগরণের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯৪৪ সালে ভারতেশ্বরী হোমস এবং মির্জাপুর কুমুদিনী নার্সিং স্কুল। শুধু তাই নয়, মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজ, মির্জাপুর বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল কুমুদিনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ, মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ, নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন মিল কারখানাসহ দেশ-বিদেশে বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এরপর হাতে নেন মির্জাপুরে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কাজ। কিন্তু ১৯৭১ সালের ৭ মে পাক বাহিনী আরপি সাহা ও তার একমাত্র পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহা রবিকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর আজ পর্যন্তও তাদের আর কোন খোঁজ মেলেনি। ফলে মেডিক্যাল কলেজের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর কুমুদিনী কল্যাণ সংস্থার দায়িত্ব পালন করেন বড় মেয়ে জয়াপতি। আরপি সাহার একমাত্র নাতি রাজিব প্রসাদ সাহা বিদেশে বড় হয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন এবং বর্তমানে কুমুদিনী কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দাদার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য তিনি মির্জাপুর মহিলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম এবং দেশ বিদেশের নানা জনের সার্বিক সহযোগিতায় অবশেষে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করলেন। আরপি সাহা নারীদেরকে মায়ের জাতি হিসেবে দেখতেন। তাই তার আদর্শকে ধরে রাখার জন্য মহিলা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হল। বাংলাদেশে বেসরকারি বা সরকারিভাবে আজও কোন মহিলা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়নি।

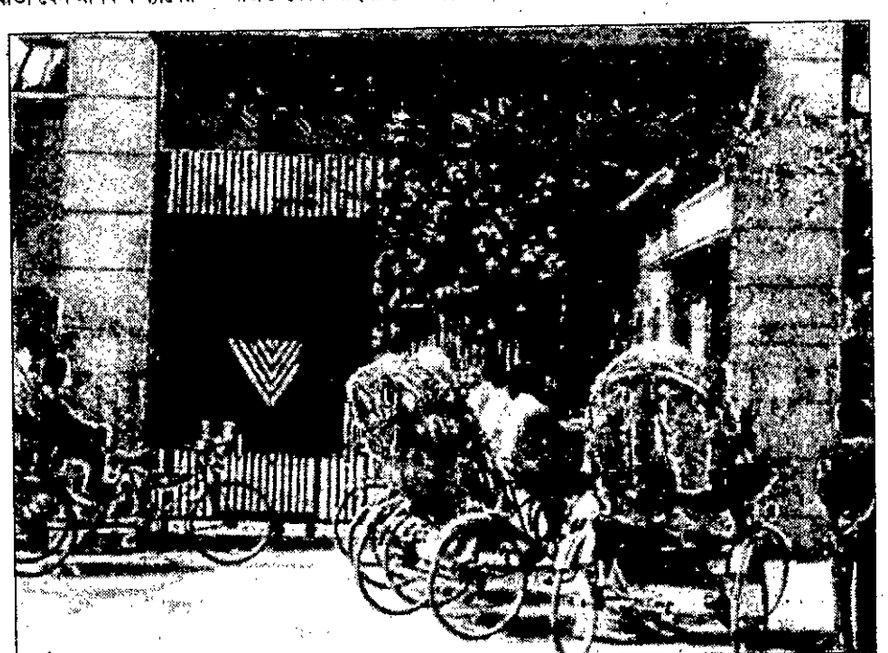

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে এই প্রথম একটি মহিলা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়াতে দেশে-বিদেশে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

ভর্তির যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয়াদি ঃ শুধু ছাত্রীরা এই মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনার জন্য সুযোগ পাবে। এসএসসি ও এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীরা প্রথম বিভাগসহ ১৩০০ নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারবেন। সিট সংখ্যা মাত্র ৫০টি। আবেদনপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে ২৫শে মার্চ থেকে। আবেদনপত্র সংগ্রহের শেষ তারিখ ২২শে এপ্রিল। ভর্তি পরীক্ষা ২৫শে এপ্রিল এবং ক্লাস শুরু ৭ই মে। আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ঢাকা অফিস ৭৪, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২, ৭২ সিরাজু দ্দৌলা রোড় নারায়ণগঞ্জ এবং কুমুদিনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মির্জাপুর টাঙ্গাইল।

কর্তৃপক্ষ জানালেন ৫ বছর কোর্সের জন্য কুমুদিনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একজন ছাত্রীর লাগবে প্রথমে ২ লাখ টাকা অফেরতযোগ্য জামানত ফি, টিউশন ফি প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা, থাকা-খাওয়া বিছানাপত্র ও যাবতীয় খরচ বাবদ ২ হাজার টাকা প্রতিমাসে এবং ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে টিউশন ফি লাগবে জনপ্রতি প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা। এক হিসেবে দেখা গেছে তাতে ৫ বছরে একজন ডাক্তার হিসেবে এই মেডিক্যাল কলেজ থেকে বের হতে মোট খরচ লাগবে মাত্র ৫ লাখ টাকা। এত কম টাকায় দেশের কোথাও এই ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না।

মেডিক্যাল কলেজের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল টিম, ময়মনসিংহ ও রংপুর মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল টিমসহ উচ্চ পর্যায়ের পরিদর্শক টিম কলেজ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ছাত্রীরা যাতে ভালভাবে হাতে কলমে শিখতে পারে সেজন্য দেশের প্রখ্যাত ডাক্তার প্রফেসর এম এ জলিল, দ্বিজেন্দ্র নাথ দে, প্রফেসর এম এ হাই, প্রফেসর এম এ মল্লিকসহ স্বনাম ধন্য ডাক্তারদের নিয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়া কুমুদিনী হাসপাতালে বর্তমানে কর্মরত ডাক্তার প্রদীপ কুমার রায়, ডা. জলিল মিয়া, ডা. আবুল বাশার, ডেন্টাল সার্জন এম এ জামানসহ অন্যান্য চিকিৎসাবিদরা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। দেশে-বিদেশে মির্জাপুর মহিলা মেডিক্যাল কলেজের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে এটাই মির্জাপুরবাসীর কামনা।